মহানগর – প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক অনন্য নাম। তিনি শুধু একজন শক্তিশালী গল্পকার নন, বরং আধুনিক শহরজীবনের জটিলতা, মধ্যবিত্ত মানসিকতা, সামাজিক টানাপোড়েন ও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বকে শিল্পসম্মতভাবে ধরার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। তাঁর 'মহানগর' গল্পটি মূলত নগরকেন্দ্রিক আধুনিক জীবনের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। এই গল্পে মহানগর কেবল একটি ভৌগোলিক স্থান নয়; এটি একটি মানসিক অবস্থা, একটি সামাজিক কাঠামো এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক বাস্তবতা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মহানগরকে একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, আকাশছোঁয়া অট্টালিকা ও প্রযুক্তির পীঠস্থান হিসেবে দেখিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে এটিকে 'পৃথিবীর ক্ষতের মতো' এবং লক্ষ জীবনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার এক বিশাল জাল হিসেবেও তুলে ধরেছেন। ইট -কাঠের এই বিশাল কাঠামোয় মানুষের নিজস্ব সত্তা, সম্পর্ক ও আবেগ কীভাবে ফিকে হয়ে যায়, সেই বিষয়টিই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। মহানগর মানুষকে তার অতীত, সম্পর্ক ও পরিচিত জগৎ ভুলিয়ে দেয়, যা এক গভীর বিস্মৃতি ও নিয়তির খেলা — এটাই গল্পের মূল দার্শনিক ভাবনা।

গল্পে ঘটনার চেয়ে চরিত্রগুলোর ভেতরের টানাপোড়েন, বিশেষত 'চরমমুহূর্ত'–এর মতো অবস্থায় চপলার 'আমার যে যাবার উপায় নেই' উক্তির মতো মানসিক দ্বন্দ্বগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। ইট–কাঠের ফ্রেমে বাঁধা লক্ষ জীবনের এই মহানগর যেন এক বিশাল চিত্র, যেখানে নতুন সুতোয় জড়িয়েও মানুষ ক্রমশ একা হয়ে যায়। মহানগর-উচ্চারণের মধ্যে সুপ্ত থাকে যে বোধটি তা হলো স্বপ্নের নগর। এ নগর বেকারের কাছে কর্মক্ষেত্র, অসুস্থর কাছে আরোগ্যলাভের স্থান, শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষালাভের ক্ষেত্র, আশ্রয়হীনের কাছে আশ্রয়ের খোঁজ, ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যের সন্ধান। সকল স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি যেন রয়ে যায় এই মহানগরে। কিন্তু 'মহানগর' গল্পের শুরুতেই প্রেমেন্দ্র মিত্র শোনাতে শুরু করেন এমন এক মহানগরের কথা যেখানে ছড়িয়ে আছে ভয়াবহ, বিস্ময়কর জীবনের ছবি। এই মহানগর কোনো আনন্দের নয়, মহানগর মানুষের স্বপ্ন সাধকেও দেয় বিষিয়ে, যে মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। 'আমার সঙ্গে চলো মহানগরে' বলে লেখক পাঠককে সঙ্গী করে পাড়ি দেন মহানগরের পথে, কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাঠক বুঝতে পারেন লেখক আসলে পাঠককে সঙ্গী করে সঙ্গ নিয়েছেন এক বালকের-রতনের।

রতনের মহানগরের দিকে এই যাত্রা অকারণ নয়। সে তার হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজতে এসেছে মহানগরের জটিল আবর্ত থেকে। লেখক খানিকটা ব্যঙ্গ করেই বলেছেন-

"যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে।"

অবুঝ বালক এই রতন। বাল্যকাল থেকে মাতৃহারা রতনের কাছে দিদিই মা-এর মতো। দিদির বিয়ে হয়েছিল পাশেরই এক গ্রামে, কিন্তু দিদির বিবাহও তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। মাঝে মাঝেই দিদির কাছে গিয়ে হাজির হত ভাই। সবকিছু ঠিকই ছিল কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন দিদিকে আর খুঁজে পেল না রতন। দিদির হারিয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে না পারা বালক রতন শুধু এটুকু বুঝেছে দিদির কথা কাউকে বলতে নেই, দিদিকে খোঁজার কথা তো নয়-ই। কাউকে সঙ্গী

না পেয়ে সে কারণে দিদির সন্ধানে একাই তার যাত্রা মহানগরের পথে। কারণ সে শুনেছে 'দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে', তাদের থেকে তো দিদিকে ফিরিয়ে আনতেই হবে রতনের কারণ-

"কে জানে তারা হয়তো দিদিকে মারছে,হয়তো দিচ্ছে না খেতে।"

রতন এটুকু বুঝেছে তার মনের এই আশঙ্কা তার একলারই। সে তার ক্ষুদ্র মনের এই আশঙ্কার কথা বাবা বা বাড়ির অন্য কাউকে জানাতে গেলে তাদের তরফ থেকে রতনের জন্য বর্ষিত হয়েছে ক্রোধ, কিন্তু রতনের দিদির জন্য কোন সহানুভূতি নয়। তাই বুকভরা ভালবাসা আর ফিরে পাওয়ার স্বপ্নকে সম্বল করে রতন একলাই পথ ধরেছে -দিদিকে অনুসন্ধানের পথ। লেখক বলেন-

"এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে তার দুঃসাহস ত' কম নয়।"

এই দুঃসাহসে ভর দিয়েই রতনের মহানগরে আগমন। মহানগরের বিশালতা তাকে উপহাস করেছে কিন্তু হতাশ করতে পারে নি। আর তার মনের গভীরে লালিত স্বপ্নটি সফলতার মুখ দেখেছে, দিদিকে খুঁজে পেয়েছে সে-

"রতন অনেক পথ ঘুরেছে,অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে পথ, শেষে সে সন্ধান পেয়েছে। ভালোবাসা কিনা পারে।"

দিনের বেলা দিদির আলয়ে কেউ আসে না। যখন রতনকে সঙ্গে করে নিয়ে তার দিদি ঘরের কাছে তারই মতো একটি মেয়ে নিয়ে আসে এবং বলে-

"ও চপলা, তোকে খুঁজতে কে এসেছে দেখে যা।"

আর তার উত্তরে রুক্ষস্বরে চপলা বলে-

"কে আবার এল এখন? 'এখন' তো তার আলয়ে আসার কথা নয় কারো, সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী'র তো নয়-ই।"

কিন্তু সমাজের সমস্ত নিষেধের বেড়াজাল টপকে তার কাছে, তার গৃহে হাজির হয় কুমার সন্ন্যাসী রতন-তার ভাই। কিন্তু এই কুমার সন্ন্যাসীও পারে না জটিলতার ব্যূহ ভেদ করে চপলাকে উদ্ধার করতে। ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবে হয়তো বা তার ফিরে যেতেও ইচ্ছে হয় কিন্তু পরক্ষণেই ধরা পরে তার অসহায়তা-

"আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!"

যে শহর গ্রামের ফসলকে ভোগ করে বিপনণী মানসিকতায়, গ্রামের লক্ষ্মী চপলাকেও তারা ভোগ করেছে, থেঁৎলে মাড়িয়ে গেছে তাকে। শহুরে পুরুষের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' বাঁধা পড়ে গেছে সে, কোন 'বেনামী বন্দরে' গিয়ে ঠেকবে তার জীবন তা তার অজানা, নানা 'হয়তো'র জ্বালে বন্দী হয়ে গেছে তার ভবিষ্যত। সমাজ তাকে করে দিয়েছে একা, তার কোন অপরাধ ছাড়াই।

দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না রতনের, মহানগর তার দিদিকে কেমন বদলে দিয়েছে বলে মনে হয় তার। সে ফিরে যেতে থাকে একা-শূন্য হাতে। কিন্তু সে যে এখনো বালক, সমাজ মনের জটিলতা সে বোঝে না,তাই সে তার দিদির হারিয়ে যাবার,ভুলে যাবার, মুছে যাবার আগেই দিদির কাছে কথা দিয়ে যায়-

"বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি। কারুর কথা শুনব না।"

রতন ফিরে আসবে, বদলে দেবে দগদগে ঘাগুলোর রগরগে রং, এই আশার আলো জ্বালিয়ে রেখে ভাইয়ের পথ চেয়ে থাকবে চপলা কিন্তু 'মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।' ভাইয়ের দেওয়া কথাকে ভরসা করে মহানগরের বুক বেঁচে থাকবে চপলা আর রতন ন্যায়-নীতির জটিল হিসেব কষা সমাজে বড়ো হতে হতে জেনে যাবে দিদি আর ফিরবে না। তাদের জীবন আর দিদির জীবন প্রবাহিত হয় সমান্তরাল রেখায়, যা আর কখনও মিলিত হওয়ার নয়। 'বিস্মৃতি'র অন্ধকারেই তলিয়ে যাবে চপলা। 'মহানগরে'র অন্ধকার জটিলতায় লালসার জঘন্য বীভৎসতার সাক্ষী হতে হতে চপলা বেঁচে নয়, কেবলমাত্র টিকে থাকবে এ শহরে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্প মূলত আধুনিক নগরজীবনের একটি গভীর মানবিক দলিল। এর বিষয়বস্তু শুধু শহরের বাহ্যিক চিত্র নয়, এটি মানুষের অন্তর্জগতের সংকট, স্বপ্ন ও হতাশার কাহিনি। মহানগর এখানে একদিকে সম্ভাবনার ক্ষেত্র,অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। মধ্যবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, নৈতিক দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের যান্ত্রিকতা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা—সব মিলিয়ে গল্পটি আধুনিক মানুষের অস্তিত্বসংকটকে গভীরভাবে তুলে ধরে। এই কারণেই 'মহানগর' আজও প্রাসঙ্গিক। আধুনিক শহর যতই বদলাক না কেন, মানুষের অন্তরের দ্বন্দ্ব ও প্রশ্নগুলো প্রায় একই থেকে যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এই গল্পের মাধ্যমে সেই চিরন্তন মানবিক সত্যকেই শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন।

'মহানগর' গল্পের নামকরণের সার্থকতা এই যে, এটি কেবল একটি শহরের নাম নয়, বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্ট এক বৈপরীত্যপূর্ণ, জটিল ও সংঘাতময় নগর সভ্যতার প্রতিচ্ছবি; যেখানে রতনের মতো নিঃস্বের আর্তনাদ ও চপলার মতো অসহায় নারীর করুণ পরিণতি ফুটে ওঠে,যা আধুনিক মহানগরীর নৈতিক অবক্ষয়, শ্রেণিবিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হয়ে ওঠে,তাই নামটি গল্পের বিষয়বস্তু ও চেতনাকে পুরোপুরি ধারণ করে। সুতরাং,'মহানগর' নামটি কেবল একটি পটভূমি নয়, বরং এটি গল্পের মূল চেতনা, সমস্যা এবং চরিত্রগুলোর নিয়তির ধারক ও বাহক হিসেবে সার্থক হয়েছে।